গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
www.masscommunication.gov.bd

নং ১৫.৫৬.০০০০.০০২.১৬.৯৪.১৫-(পার্ট-১) ৪৮২ তারিখ: ২০.৩.২০২২

বিষয়:- তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মতামত সংবলিত মার্চ/২০২২ (১ম পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং পার্বত্য এলাকায় উপজেলা পর্যায়ে ৪টি তথ্য অফিস থেকে প্রাপ্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য কর্মকর্তাগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ (ব্রান্ডিং শেখ হাসিনা) বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনা সভা, মহিলা সমাবেশ, দেশাত্মবোধক ও উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠানসহ পথসভা ও খন্ডসভার আয়োজন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু ও নারী অধিকার, জঙ্গি দমন, মাদকবিরোধী অভিযান, তথ্য অধিকার আইন এবং সরকারের সাফল্য, অর্জন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্তা নিয়মিত প্রচার করে যাচ্ছে।

এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তথ্য অফিসারদের সাথে সাধারণ মানুষের মতামতের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য অফিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত জনমতের আলোকে মার্চ-২০২২ (১ম পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: জনমত প্রতিবেদন এক প্রস্থ।

২০/৩/২২
(মোঃ জসীম উদ্দিন)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন-৮৩০০৬৪০
dgmasscommunication@yahoo.com

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। উপসচিব (তগ-২ অধিশাখা), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন
মার্চ'২০২২ (১ম পক্ষ)

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনসহ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত হয়। রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া, জাতি আলোচনাসভা-সহ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের দিনটি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয়ভাবে উদযাপন করে। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণের পর বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জেলা তথ্য অফিসসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ উদ্‌যাপন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, পিএই কাভারেজ প্রদান, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পোস্টার বিতরণ, শহরের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে জেলা তথ্য অফিসসমূহের ব্যবস্থাপনায় পোস্টার টানানো, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সড়ক প্রচার ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধকালে বজ্রকণ্ঠের এ ভাষণ রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেমন অনুপ্রাণিত করে তেমনি এ ভাষণ নতুন প্রজন্ম ও সর্বস্তরের জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জনমত প্রতিক্রিয়ায় জানা যায়।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

জেলা তথ্য অফিসসমূহের প্রতিবেদনে জানা যায় দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা না হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং জনমনে শান্তি বিরাজ করছে। সারাদেশে কমে এসেছে হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণ, ছিনতাই, নারী নির্যাতন এবং ডাকাতিসহ নানা অপরাধের ঘটনা। বিভিন্ন জেলা তথ্য অফিসারদের প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায় দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দেশের সর্বত্র আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। সরকারি প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় জনজীবনে স্বস্তি নেমে এসেছে। জনজীবনের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাব মুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছে জনগণ।

বাজার দর পরিস্থিতি

বাজারে প্রতিদিনই বাড়ছে কোনো না কোনো পণ্যের দাম। করোনা পরবর্তী সময়ে পণ্যের বাড়তি চাহিদা এবং ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতির বাজারে পণ্যের দাম খানিকটা বেড়েছে। যৌক্তিক কারণে যতটুকু দাম বাড়ার কথা, বাড়ছে তার চেয়ে বেশী। পুরো পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা । পরিস্থিতি মোকাবেলায় টিসিবি'র মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ শুল্ক ছাড়, এলসি (ঋণপত্র) খোলার শূণ্য মার্জিনের সুযোগ, নতুন মজুত নীতিমালা, বিভিন্ন সংস্থার নজরদারি বাড়ানোসহ নানা পদক্ষেপ নিলেও বাজারে তেমন কোন প্রভাব নেই রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও মানুষ সেভাবে সুযোগ পাচ্ছে না । বাজারে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে দোকানে পণ্যের দামের তালিকা টানানো, গুদামে মজুতের পরিমাণ নির্ধারণ, কিছু পণ্যের দাম বাড়ানোর আগে সরকারের অনুমোদন নেওয়া, বাজার ও পণ্যের ট্রাকে চাঁদাবাজি বন্ধ, বাজার তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বাজার বিশ্লেষক ও সাধারণ জনগণ। চাহিদা সরবরাহসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যারা যৌক্তিক দাম বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা, আমদানিকারক, ডিলার ও খুচরা পর্যায়ে দাম কত নেয়া হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা, আমদানিকারক, উৎপাদক, সরবরাহকারী, বিক্রেতা সব পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের নিবন্ধনের মধ্যে রেখে জবাবদিহিতার ব্যবস্থাসহ তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন বলে মনে করেন বাজার বিশ্লেষক ও ভোক্তা সাধারণ।

মাদকবিরোধী অভিযান

ভূ-আঞ্চলিক কারণে মাদকের উৎপত্তির নিকটস্থ ত্রিভুজের সীমানায় বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় এখানে মাদক প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে অনায়াসেই। প্রতিদিনই রুট ও কৌশল পাল্টাচ্ছে ইয়াবা পাচারকারীরা। মিয়ানমার থেকে নৌপথে এবং স্থলপথে বেড়েছে পাচার। টেকনাফ, বান্দরবানের নাইক্ষংছড়ি, সিলেট ও সাতক্ষীরার স্থলপথে বেড়েছে ইয়াবা পাচার। এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ সীমান্ত পথে ভারত থেকে আসা মাদকের একটি বড় অংশই চালান হচ্ছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়, এতে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার হাট-বাজার ও লোকালয়ে গড়ে উঠেছে মাদক কেনাবেচার আখড়া। মাদক বিস্তারের সঙ্গে সমাজের কিছু প্রভাবশালীদের মদত ও পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাবে তাদের আইনের আওতায় নেয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে শুধু বাহকরা ধরা পড়ে। মাদক চোরাচালান পুরোপুরি ঠেকাতে স্থানীয় বাসিন্দাসহ সামাজিক সচেতনতাও প্রয়োজন। মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জেলা তথ্য অফিসসমূহের প্রচার কার্যক্রমের প্রশংসা করেছে সাধারণ জনগণ।

চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম

করোনা প্রকোপ কিছুটা কমে যাওয়ায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর যেমন গণপূর্ত, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলো বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আশ্রয়হীনদের ঘর নির্মাণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি নির্মাণ, বাংলাদেশ-ভারত স্থল বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে রামগড় উপজেলা নতুন রূপ ধারণ করেছে। স্থল বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে অত্র এলাকায় জীবন যাত্রার মান আরও উন্নত হবে বলে জনগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। টাঙ্গাইল জেলায় মুক্তিযোদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ কাজ চলমান। খুলনায় ময়লাপোতা মোড় হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত চারলেন বিশিষ্ট আধুনিক একটি সড়ক নির্মিত হচ্ছে। এ আধুনিক সড়কের পাশে প্রস্তাবিত আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। এ ছাড়া শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন শাখা সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, বিনোদন পার্ক, নদীখনন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা নির্মাণসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জনসাধারণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তর ১লা মার্চ বীমা দিবস, ০২ মার্চ ভোটার দিবস, ০৬ মার্চ পাট দিবস, ০৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ১৫ মার্চ ভোক্তা অধিকার দিবস-২০২২ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি উদযাপন করে। এ সকল দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে জনগণ তাদের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। জনগণ সরকারের এ সকল কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

-০-

তৈয়ব/শিউলী/ফেরদৌস/জসিম